আল-মায়েদা | Al-Ma'ida | ٱلْمَائِدَة

আয়াতঃ ৫ : ৯৬

আরবি মূল আয়াত:

اُحِلَّ لَکُمۡ صَیۡدُ الۡبَحۡرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّکُمۡ وَ لِلسَّیَّارَۃِ ۚ وَ حُرِّمَ عَلَیۡکُمۡ صَیۡدُ الۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمًا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡۤ اِلَیۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۹۶﴾

অনুবাদসমূহ:

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর স্থলের শিকার তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। — আল-বায়ান

সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তোমাদের আর সফরকারীদের ভোগের জন্য। ইহরাম অবস্থায় থাকা পর্যন্ত স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। — তাইসিরুল

তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। — মুজিবুর রহমান

Lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of ihram. And fear Allah to whom you will be gathered. — Sahih International

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

-

তাফসীরে জাকারিয়া

(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে;[1] তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ করা

হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

[1] صيد (শিকার) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; জীবিত প্রাণী। আর طعامه (খাদ্য) থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে; মৃত (মাছ ইত্যাদি) যাকে সমুদ্র, নদী বা পুকুর কিনারায় নিক্ষেপ করে অথবা যা পানির উপর ভাসে। যেমন হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, সমুদ্রের মৃত (প্রাণী খাওয়া) হালাল বা বৈধ।

(বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর ও নাইনুল আওতার ইত্যাদি দেখুন।)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=765

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন